শাহ সুফী হযরত খাজা ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রঃ), নকশ্‌বন্দী, মুজাদ্দেদী (রহঃ) হুজুর কেবলার দরবারে

১০০তম মহাপবিত্র ওরশ শরীফ

স্থান ঃ এনায়েতপুর পাক দরবার শরীফ।

তারিখ ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী, ৪ জানুয়ারী ২০১৫ খৃষ্টাব্দ, ২১ পৌষ ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক রোজ রবিবার।

আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে শাহ সুফী হযরত খাজা ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রঃ) তদ্বীয় পীর আওলাদে রসুল শাহ সুফী হযরত সৈয়্যদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) এর নির্দেশক্রমে নকশ্‌বন্দীয়া - মুজাদ্দেদীয়া তরিকা প্রচার এবং মুরীদানদের মাঝে হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ওরশ শরীফের আয়োজন করেন। মহা পবিত্র ওরশ শরীফে সমস্ত পরলোকগত নবী-রসুল, আউলিয়া-আম্বিয়া, জাকেরান-আশেকান, শহীদান, মমিন-মুসলমান, সিদ্দিকিন-ছালেহীন ও বুজুর্গানেদীনসহ আমাদের প্রত্যেকের পরলোকগত বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী সমেত মায় প্রিয় জনদের বিদেহী আত্মার উপর ছোয়াব রেছানী করা হয়ে থাকে। পবিত্র এ জলসায় খানা-খরচ, কোরান তেলাওয়াত, তরিকার নিয়মকানুন শিক্ষাদান, জেকের-আজকার, মিলাদ শরীফ, তাছবিহ-তাহলিল, নফল নামাজ ও ফাতেহা শরীফ পাঠ করে "ছোয়াব রেছানী" করা হয় এবং যা আজীবন করতে পীরানে পীর খাজা এনায়েতপুরী (রঃ)- এর রুহানী এবং জেসমানী আওলাদগণ আদিষ্ট।

খাজা বাবা এনায়েতপুরী (রঃ) এর কতিপয় অমিয় বাণী

- আল্লাহকে প্রত্যেক দমে দমে স্মরণ কর তবেই কল্যাণ।
- পীরের খাছলতে খাছলত ধর তবেই ত্রাণ ও শান্তি।
- আল্লাহ তায়ালাকে মহব্বত কর, কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসেন, তাই শরীয়তের যাবতীয় হুকুম মেনে চল। তবেই তরিকতের কাজ সকল সহজ হয়ে যাবে।
- হে তামাম দুনিয়ার মুসলমান ভাই-ভগ্নীগণ, আপনারা মৃত্যুর আগে আল্লাহর জেকেরে ক্বালব্‌ তাজা করে ও আল্লাহর তাজাল্লিতে দেল উজ্জ্বল করে চিরতরে কবরে শুয়ে থাকেন। তাহলে আপনাদের কবরে আবাদুল আবাদ তক (অনন্তকাল পর্যন্ত) আল্লাহর রহমতের বারি বর্ষণ হতে থাকবে।
- হে তামাম দুনিয়ার মুমিন-মুসলমান সকল! যদি খোদার গজব হতে বাঁচতে চাও. তা হলে শেষ রাত্রে সুখের বিছানা ছাড়। আর খোদা পাককে এই নাম ধরে ডাক। ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহ্‌মানু!! ইয়া রাহিম!!!
- হে মুসলিম ভ্রাতৃভগ্নিগণ। আপনাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে যে অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলে যাচ্ছে! হুঁশ করেন। পবিত্র আল্লাহর নাম অন্তরের ভিতর দাগ করে মরেন। তা হলে চিরতরে অমর হবেন। এই অন্তরের দাগ মুর্শিদে-মোকাম্মেলের তাওয়াজ্জু-এ-এত্তেহাদীর বলে হয়। এই তাছির খোদার খাছ দয়া।
- ওলী-আল্লাহগণ শেষ নিঃশ্বাস আল্লাহর নামে বাহির হবার জন্য জোড় হাত করে জীবনভর আল্লাহর হুজুরে কাঁদেন। তোমরা ঈমানের সহিত মরার জন্য কয়দিন কেঁদেছো?
- সর্ব বিষয়ে দয়াল নবীর (সাঃ) পরিপূর্ণ অনুসরণ করে চলতে হবে। হুজুর পাক (সাঃ)-এর খেলাপ যে চলবে সে কোন দিন মঞ্জিলে-মকসুদে পৌছাতে পারবে না।
- কোন ব্যক্তি, কোন পীর কিম্বা মানুষকে সেজদা করিও না। এটা আল্লাহর নিষেধ। যে কেহ গায়ের জোরে এইরূপ অন্যায় কাজ করবে সে শরিয়ত অনুসারে কাফের ও শয়তান হবে। সাবধান! কেহ শরিয়তের বিরুদ্ধে চলিও না।
- যদি পুরাপুরি মুসলমান হতে চাও, শরিয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চল। তা হলে মারেফাতের এলেম (তরিকতের কাজ) সহজ হবে, হামেশা ফায়েজ ও তাজ্জাল্লি তোমার উপর (ওয়ারেদ) বর্ষিত হতে থাকবে।
- দিনে কম খাও যদিও তুমি রোজাদার নও। পেট ভরে খেয়ো না, কারণ তুমি চতুস্পদ পশু নও।
- অল্প আহার, অল্প নিদ্রা ও অল্প কথার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক।
- অল্প সময়ে নামাজের মধ্যে থাক। এটুকু সময়ের মধ্যে আল্লাহকে কতবার ভুলে যাও মনে করিয়া দেখ। নামাজে আল্লাহকে ভুলিয়া মহা পাপি হইও না।
- কারও নিন্দা করা, অনিষ্ট করা ও কাউকে অভিসম্পাত করা বুজুর্গগণের নিষেধ। কাউকে হিংসা করিও না। কারণ তোমরা হিংস্র জন্তু নও। তোমরা মানবজাতি- আশরাফুল মাখলুকাত।
- প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই ক্বালবের ভিতর ডুবে থাক। নচেৎ হালাক (ধ্বংস) হবার ভয় আছে। জীবনভর ইবাদত করে শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহ ভুলে মরলে যাবতীয় উপাসনা বরবাদ হয়ে যাবে, বেঈমান হয়ে মরবে! জীবনের মেহেনত ও ইবাদতে কোনই ফল হবেনা।
- আল্লাহকে চেনার পথে অনেক দুঃখ ও লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়।
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বতই মুমিন ও পুরা মুসলমানের ঈমান। যার দেলে যতটুকু রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মহব্বত আছে, তার ততটুকু ঈমান আছে সে খোদাপাককে ততটুকু বিশ্বাস করে।
- ধার্মিকেরা কখনও পাপের কাজ করেনা। তাঁরা ধর্ম-রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য থাকেন।
- যদি নফস পোলিদের হাত হতে রক্ষা পেতে চাও, জামানার সত্য পীরের দামান মজবুত করে ধর। ভুলেও ভন্ড-পীরের দামান ধরিও না। তা হলে একালে ও পরকালে হালাক হবে। তাই পীরের আলামত ধরে বার বার বুঝে মুরিদ হও।
- হে তামাম দুনিয়ার মুসলমান সকল! যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হামেশাই নামায পড়তেন। জেহাদের মাঠেও নামায পড়তেন। আপনাদের পীরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। কঠিন বিমারেও এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়েন না। তোমরাও এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়িও না। আল্লাহর নাম কাহ্‌হার! নামায ছাড়লে আগুনের দরিয়ায় ডুবাবেন- রক্ষা নাই!

নকশ্‌বন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া তরিকার শাজ্‌রা শরীফ

১। বিশ্ব-নবী, দয়াল-নবী, ছরওয়ারে কায়েনাত মুফাখ্‌খারে মুওজুদাত সাইয়্যেদিল মুরসালিন শাফিউল মুজনেবীন রাহমাতাল্লিল আলামীন হযরত আহাম্মদ মোযতবা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
২। আমীরুল মোমেনীন, খলিফাতুল মুসলেমীন সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৩। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)
৪। কেবায়ে তাবেয়ীন হযরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৫। রূহানীয়াতে ইমামে আজম সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেক (রঃ)
৬। রূহানীয়াতে সুলতানুল আরেফীন হয়রত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)
৭। রূহানীয়াতে কুতুবুজ্জামান হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রঃ)
৮। শায়েখুত তরিকত হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (রঃ)
৯। হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০। রইছুত তরিকত খাজায়ে খাজেয়ান হযরত খাজা আব্দুল খালেক গজদেওয়ানী (রঃ)
১১। হযরত মাওলানা খাজা শাহ আরীফ রেওগারী (রঃ)
১২। হযরত খাজা শাহ মাহমুদ আবুল জহির আঞ্জীর ফগনভী (রঃ)
১৩। হযরত খাজা শাহ আজিজানে আলী আর-রামায়েতানী (রঃ)
১৪। হযরত মাওলানা মোঃ খাজা বাবা ছামাছী (রঃ)
১৫। হযরত সৈয়্যদ আমীর কুলাল (রঃ)
১৬। ইমামুত তরিকত শামছুল আরেফীন সাইয়্যেদেনা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দী (রঃ)
১৭। হযরত মাওলানা খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (রঃ)
১৮। হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯। হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০। হযরত মাওলানা শাহ সুফি জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১। হযরত শাহ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২। হযরত মাওলানা শাহ সুফী খাজেগী এমকানকী (রঃ)
২৩। হযরত শাহ সুফী মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ (রঃ)
২৪। সুলতানুল মাশায়েখ, ইমামে রব্বানী, কাইয়্যুমেজ্জামানী, গাউছুছ্‌ ছামদানী, রাফিয়েল মাকানী, হযরত শেখ আহমেদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ-এ-আলফে-সানী ফারুকী (রঃ)
২৫। হযরত শেখ সৈয়্যদ আদম বেননূরী (রঃ)
২৬। হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭। হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)
২৮। হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)
২৯। হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)
৩০। হযরত শাহ সৈয়্যদ আহাম্মদ ব্রেলভী (রঃ)
৩১। হাজী-গাজী হযরত মাওলানা শাহ সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২। কুতুবুল এরশাদ রাসুলে-নোমাঁ হযরত শাহ সুফি সৈয়্যদ ফতেহ আলী ওয়ায়েসী (রঃ)
৩৩। মাশুকে খাজা, হাদীয়ে জামান, কুতুবুল এরশাদ মহর্ষী হযরত শাহ সুফি সৈয়্যদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪। বিশ্ব- শান্তির মহাসাধক. শাহান শাহে তরিকত. খাজায়েনে রহমত. আরেফে কামেল, মুর্শিদে-মুকাম্মিল, গাউছুল আজম, আখেরী মুজাদ্দিদ, হযরত শাহ সুফি খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী-নকশ্‌বন্দী-মুজাদ্দেদী, আল-কাদরী, আল-চিশতী (রঃ)।